

"বেহেশ্বের সোজা পথ"

(সৈয়দ হাবিবুর রহমান)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"নবী করিম (দঃ) নারীদেরকে মাল বলেন নি, বলেছেন মা-তা। এই মা-তা তসলিমা নাসরিনের মত বেশ্যা নারী নয়, নেক আমলদার, স্ত্রী-সাক্ষী নারীদের কথা বলা হয়েছে। ইসলামের অর্থনীতির পরিভাষায় মা-তা শব্দের অর্থ হলো, অমূল্য সম্পদ। অর্থনীতিতে সম্পদের মূল্য দুই প্রকার। একটা ব্যবহারিক মূল্য আরেকটা খরিদ মূল্য। লবনের ব্যবহারিক মূল্য সূর্নের ব্যবহারিক মূল্যের সহস্রাধিক গুণ বেশী, অতচ লবনের খরিদ মূল্য সূর্নের খরিদ মূল্যের সহস্রাধিক গুণ কম। আল্লাহ পাক রাবুল আলামীন তার গরীব ধনী সকল স্তরের বান্দাদের কথা স্মরণ রেখে ই সুমম, বৈষম্যহীন অর্থনীতি প্রনয়ন করেছেন। এই কোরআন শরীফ হলো খোদ আল্লাহ প্রদত্ত তাবত মানব জাতির আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন ও মুক্তির সনদ। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক গুলো সামগ্রী আল্লাহ পাক অতি সহজলভ্য করে দিয়েছেন তার গরীব বান্দাদের জন্য। যেমন আলো, বাতাস, অক্সিজেন, পানি, লবন, আগুন ইত্যাদি। মানুষ অর্থনীতি তৈরী করলে বলবেই 'আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো'। হুজুরে করিম (দঃ) নারীদেরকে সম্পদের অর্থে কোনদিন ভাবেন নি। আল্লাহ পাক তার হাবিব মোহাম্মদ (দঃ) কে চার হাজার পুরুষের শক্তি দিয়েছিলেন, (সুবহা--নাল্লাহ) তাই বলে নবীজী চার হাজার বিয়ে করেন নি। নারীদের দৈহিক বিষয়ক মসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া ই ছিল নবীজীর একাধিক বিয়ের মূল কারণ। আল্লাহ পাক হুজুরকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জগতের সমস্ত মানব জাতির শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। একমাত্র ইসলামী অর্থনীতি ই সঠিক ভাবে শ্রমিকের শ্রমের মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম বলে 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম মুছে যাওয়ার আগে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'। মদীনার দশ বৎসরের রাষ্ট্রপরিচালনার মাধ্যমে নবীজী শিখিয়েছেন মানব কল্যাণমূলক অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসানীতি, শ্রমনীতি, আমদানী-রফতানী নীতি, রাষ্ট্রীয় খাজানা নীতি। আফশোস জগতের মানুষ, হায়রে দুনিয়ার মুসলমান।"

হিলাল ইশারায় জিজ্ঞেস করলো ঘড়ি কয়টা বাজে। সকাল ৪টা ৫৫ মিনিট। আমি জানতাম ঘরে ফেরার পথে হিলাল আমার কাছে জানতে চাইবে আজকের ওয়াজমহফিলের সারমর্ম-

-রহমান সাহেব, আপনি তো ভালো আরবী জানেন। হাদিসটা শুনে কি মনে হয়, তসলিমা ভুল ব্যাখ্যা করেছেন?

- তসলিমা মোটেই ভুল করেননি। তবে রাত যে অনেক হলো। এখন তোমার সাথে এ নিয়ে আলোচনায় বসা যাবেনা। তবে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নিতে পারো। তার আগে কিছু আরবী শব্দার্থ জেনে নাও। **আদুনিয়া**-পৃথিবী, **কুল্লু**-সবকিছু, **মাতা**-সম্পদ, **খাইরু**-শ্রেষ্ঠ, **আল্‌মারআতু**-নারী, **সালিহা**-সদচরিত্রবান নারী। পূর্ণ হাদিসটির বঙ্গানুবাদ হলো- 'হে জগতের মানবজাতি,

সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, আর তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাদের নেক আমলদার নারী। মৌলানা সাহেব নেক আমলদার এর সাথে স্ত্রী-সাক্ষী শব্দ যোগ করেছেন।

পয়েন্ট গুলো হলো-

- ১) **হে মানব জাতি**, এখানে মানব কারা , মানবের সংজ্ঞা কি?
- ২) **তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ**, তোমরা কারা? নারী না পুরুষ, না উভয়?
- ৩) **তোমাদের উপভোগ্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্ত্রী নারী**, সম্পদ শ্রেষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু মানুষ তো হয়নি।
- ৪) **স্ত্রী নারী**, তার স্ত্রীত্ব পরীক্ষার পদ্ধতিটা কি?
- ৫) নারীর দেহ বিষয়ক জ্ঞান, চার সন্তানের জননী, ৪০ বৎসর বয়স্কা নবীজীর প্রথম স্ত্রী খাদিজার, না তৃতীয় স্ত্রী, নয় বৎসরের হজরত আয়েশার বেশী ছিল?
- ৬) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষন থেকে উক্তি, 'আমরা ভাতে মারবো, পানিতে মারবো' শেখ মুজিবের অপরাধটা কি ছিল?
- ৭) মুসলমান সহ সারা পৃথিবীর কোন দেশে, কোন মানুষের কাছে যে অর্থনীতির সুগীর্ষ বইখানি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, তার জন্য আপসোস কিসের?

শুক্লাবারে পাঞ্চায়েত বসার আরো একদিন বাকি। দিনের বেলা সারা শহরের বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে থমথমে ভাব। নিশীত রাত জেগে ঘরে ঘরে দল পাকানো, বৈঠক, আর কানাকানি। অশনী সংকেত ধ্বনিতে আতঙ্কিত সারা সমাজ। জেহাদ অবস্যাস্তাবি। বিপদ আঁচ করতে পেরে বয়ীয়ান কয়েকজন সমাজ হিতৈষী ও মসজিদ কমিটি নিজেদের উপর ঝুকি নিয়ে ই বিরাট এক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। মসজিদের সদর দরজায় বড়বড় অক্ষরে একটি নোটিস দেখা গেল। " অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই মসজিদে সকল প্রকার বৈঠক, ওয়াজ মাহফিল বন্ধ ঘোষণা করা হলো"। কে জানে কি মনে করে জামাতে ইসলামীরা চুপ হয়ে গেলো। এ যেন কারবালার যাত্রা পথে কুফায় বিরতি। বোধ হয় এলাকার আড়াই হাজার বাংলাদেশী মুসলমান এক রক্তাক্ত সংঘাত থেকে বেঁচে গেলো।

রোববার Youth Club এ ছেলেদের ভাব ভঙ্গিতে মনে হলো তারা এ বিষয়টা বেমালুম ভুলে গেছে। সবাই ভিন্ন ভিন্ন খেলায় মত্ত। Office Room এ বসে একটি Project এর Business Plan দেখছি। কথা নেই, বলা নেই, দরজায় চোকা নেই হঠাৎ করেই তাহের একেবারে সশরীরে আমার সম্মুখে এসে দন্ডায়মান।

- কি খবর তাহের, অফিসরুমে Young people ঢুকা নিষেধ জানোনা?
- জানি, আপনার সাথে আজ গল্প করে দিন কাটাবো, খেলার Mood নেই।
- তাই নাকি, চলো মিটিং রুমে, এখানে বসা যাবেনা।

নিত্যানন্দ বিলাসী, সদা হাস্য-মুখি এই তাহের ছেলেটা যেমন দুষ্ট চঞ্চল, তেমন তার প্রতিভা, তেমন তার দক্ষতা। কথায় কথায় বাক্যের শেষে অকারণে Man শব্দটি ব্যবহার করবে। ক্লাবের ছেলেরা তাকে বাঙ্গালীর Michel Owen বলে ডাকতো। আজকাল ক্লাবে তেমন আসে না। কেন আসেনা জিজ্ঞেস করায় বল্লো-

- Full-time working man. Full-time Restaurant এর Kitchen এ কাজ করার পর শরীরে শক্তি থাকে?
- এই বয়সে? স্কুল শেষ হলো কবে? কলেজে যাও নি ?
- কলেজে যাবো কি, স্কুলে যাওয়া ই বাবার অপছন্দ। স্কুল শেষ হওয়ার এখনো ছয়মাস বাকি।
- পুলিশ জানতে পারলে তোমাকে Arrest করবে যে।
- পারবেনা। তিন মাস আগে পুলিশ এসেছিল, বাবা বলেছেন আমাকে আড়াইশো মাইল দূরে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছেন।
- তুমি স্বেচ্ছায় গিয়েছিলে?
- No man, স্বেচ্ছায় আমি যাইনি, By force আমাকে পাঠানো হয়েছিল এমন একটা Horrible যায়গায় যেখানে ছিলনা ভাই-বোন, স্কুলের সহপাঠি, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত খেলার সাথী কেউ।
- আমাদের এলাকার আর কোন ছাত্র ঐ মাদ্রাসায় ছিলনা?
- কামাল আর হোসেন ছিল। দুই মাস পর পালিয়ে এসে আর যায়নি, এখন তারা বাংলাদেশে। স্কুলের বয়স পার হলে পরে ফিরে আসবে।
- মাদ্রাসায় কেন পাঠালেন তোমার বাবা কোনদিন তোমাকে বুঝিয়ে বলেন নি?
- বলেছেন। এক ওয়াজ মহফিলে বাংলাদেশের বড় এক আলেম নাকি বলেছেন একজন কোরআনে হাফিজ পরিবারের দশজন সদস্য বেহেস্তে নিতে পারবে। It is an easiest way to go to heaven for a whole family. সকল পরিবারের জন্য ইহা একটি বেহেস্তের সোজা পথ।

সমাপ্ত